ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা

একটি যাপন চিত্র

সম্পাদনা
ড.দীপককুমার বড় পণ্ডা

ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা : একটি যাপনচিত্র

Dr. Sachindranath Bara Panda : Ekti Japan Chitra

(Recollections on Dr. Sachindranath Bara Panda)

Edited & Compiled by : Dr. Dipak Kumar Bara Panda

Published by : Ananda Prakashan

প্রকাশক : নিগমানন্দ মণ্ডল

গ্রন্থস্বত্ব : ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা স্মৃতিরক্ষা কমিটি

প্রকাশ : ৬ জুন, ২০২১

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণ : স্নেহাংশু শেখর দাস

আলোকচিত্র : সোহম বড় পণ্ডা

বর্ণ সংস্থাপক : নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী

৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৭

মুদ্রক : অপটিমা

৪ নবীন পাল লেন, কলকাতা৭০০ ০০৯

মূল্য : তিনশ টাকা

সম্পাদক পরিচিতি:

ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অব ইন্ডিয়ান আর্ট-এর অধ্যক্ষ, বেশ কয়েকটি গ্রন্থ এবং বহু প্রবন্ধের লেখক। তাছাড়া দৈনিক সংবাদপত্র এবং পত্র-পত্রিকায় প্রায় তিন দশক লিখছেন। কাজ করেছেন গুরুসদয় মিউজিয়াম সহ আরও কিছু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানে। রবীন্দ্র সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য রবীন্দ্রজ্ঞানতীর্থ উপাধি পেয়েছেন। কর্মসূত্রে এবং অন্তরের আহ্বানে নানান প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যেমন শবর, ভূমিজ, বুজিয়া, মৎস্যজীবী প্রভৃতি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাহচর্যে এসেছেন। নাচনিদের শিল্পীর স্বীকৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। আমলাশোলের আদিবাসীদের সংগঠিত করা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজের নানারকম উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এবং গ্রামীণ সংগ্রহশালা সংগঠিত করার কাজেও যুক্ত আছেন সর্বদা।

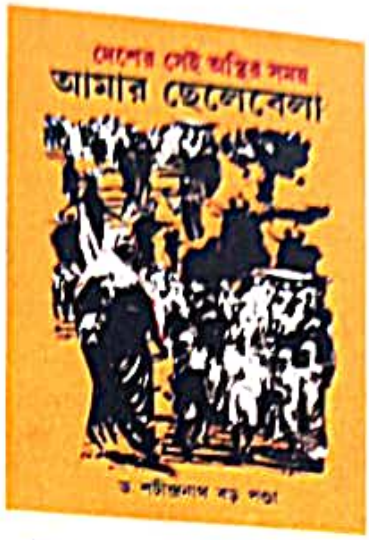

ড. শচীন্দ্রনাথ বড় পণ্ডা-র

দেশের সেই অস্থির সময়

আমার ছেলেবেলা

গ্রন্থটি মূলত পরাধীন ভারতের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস

Sole Distributor
ANANDA PRAKASHAN

Published by
Gyanpith Publication
C-8, College Street Market
1st Floor, Kolkata - 700 007
M - 94339 54587 / 98361 50077
e-mail anandaprakashan@gmail.com
Website www.anandaprakashan.com

ISBN No. : 978-81-938882-3-0

হারায় না কিছুই

ড. অনির্বাণ মান্না

বাজারে গেলে পকেটে ফর্দ থাকে আমার। আলু, পটল, ফুলকপি, বাঁধাকপির হিসাব মনে রাখতে পারি না। ভুলে যাওয়াকে মোটামুটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। এজন্য মাঝে মধ্যেই অকথা কুকথা শোনার অভ্যাস আমার বহুকালের। সেদিন অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম একা। হঠাৎ উল্কাপাতের দৃশ্য দেখে আপনার কথা মনে পড়ল। মনে পড়তেই চমকিত হলাম। মাত্র এক রাতের দেখা। অথচ ভুলোমনার স্মৃতিতে আপনি কেন রয়ে গেছেন? মনের গহনে কোথায় লুকিয়েছিলেন আপনি? ডুবসাঁতার দিয়ে জলের গভীরতাকে অতিক্রম করে সাঁতারু যেমন হঠাৎ ভেসে ওঠে, বহু ঘটনাপ্রবাহকে সরিয়ে মনের অতলান্ত থেকে সহসা জেগে উঠলেন আপনি। দেখি, স্মৃতি থেকে ক্রমে মনশ্চক্ষে পুনর্নির্মিত হচ্ছেন। মনে পড়ছে আপনার গৃহে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তরিক অথচ প্রশান্ত অভ্যর্থনা। যেন কতকালের চেনা। শুভ্র পায়জামা, গায়ে সাদা গেঞ্জি। সমস্ত শরীর জুড়ে রয়েছে বিদ্যার্চচার বিনয়বোধ। আর আছে মুখে হাসি। কেউ গেলে আপনি যে অত্যন্ত খুশি হন সেদিন জেনেছিলাম। বিশদে জেনেছেন আমার কথা, গ্রামের কথা, আমাদের কথা। কৌতূহল দেখিয়েছেন আমার পড়াশোনার বিষয়েও। আপনার সঙ্গে কথা বলে আরও বুঝেছিলাম দীর্ঘদিন কলকাতায় থেকেও আপনি কলকাতার মানুষ নন। বরং কলকাতার মধ্যে আস্ত একটা গ্রাম দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। আপনার মাথার

চুলে যখন বাতাস লাগছিল তখন দেখছিলাম আউশের খেতে হাওয়ার নাচন। আপনার বুকের বামদিকে দেখেছিলাম নিকোনো উঠোন। যেখানে একটু পরেই পটুয়ারা পটের গান শুনিয়ে যাবে। আপনার গায়ে আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে ডানকুনির যত ধুলো লেগে আছে তার চেয়েও মেদিনীপুরের সোঁদা মাটির পরিমাণ অনেক বেশি। শরীর আপনার কলকাতা, চোখ বুজলেই গ্রাম।

অনুভবের চরমসীমায় পৌঁছেছিলেন আপনি। পাখি গর্ভবতী হলে ডিম পাড়ার জন্য বাসা বাঁধে। ভূমিকম্প হওয়ার আগে পিঁপড়ে বুঝতে পারে বিপদ। গুটি কেটে কখন বেরোতে হয় সেকথা জানে মথ। আপনিও জেনেছিলেন মৃত্যু আসন্ন। আপনার নীরবতা আসলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার প্রস্তুতি ছিল। একথা বুঝতে পারিনি আমরা। আপনি যেমন সহজ সরল ছিলেন অথচ চেতনায় গভীর, তেমনই আপনার চলে যাওয়াও সহজ অথচ মহৎ। কোনও দুঃখ নেই, হাহুতাশ নেই। মৃত্যুকে এত সহজে গ্রহণ করা যেন দীর্ঘ অনুশীলনের অনিবার্য ফসল। সুন্দর মৃত্যুর একনিষ্ঠ অনুশীলন। আলোক শিখার দপ করে নিভে যাওয়া নয়, লীন হয়ে যাওয়া।

অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে আছি একা। অসংখ্য নক্ষত্র। কত আকারের। হেথায় হোথায়। জ্বলছে নিভছে। মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে আছি। আজ কোনও উল্কাপাত চোখে পড়ল না। তবে মনে হল, আকাশের এক কোণায় মিট মিট করে জ্বলছে একটা নতুন নক্ষত্র। ভাবলাম, কিছুই হারায় নি। জগতের কিছুই হারায় না।

ড. অনির্বাণ মান্না কলকাতায় সিটি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, গল্পকার, প্রাবন্ধিক এবং বহু গ্রন্থ-প্রণেতা।